মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (mohammad.masud@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬)
সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২২৪৯৮.৮৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২৩৩৫৫.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় মার্চ'২৬ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৩৫.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। *সরকারের রাজস্ব আয় নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪.৭২ শতাংশ যা জুন'২৬ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। *বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।*
- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১০.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৩২.৭০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। *উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৫ শেষের ৮.৪৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৬ শেষে ৮.৭১ শতাংশে দাঁড়ায়। *আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ ১৩.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৮১.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল ৩৩২৯.৪৪ বিলিয়ন টাকা। *কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংকিং খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৬ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.২৪ ও ১১.৯৬ শতাংশ, যেখানে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৩৪ শতাংশ ও ১২.০৩ শতাংশ। *আমানত বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তারল্য সহায়তার সূত্রে তারল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরনের পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক সুদহার হ্রাসের ফলে ঋণের সুদহার হ্রাস পাচ্ছে।*
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮৮৭.০৪ বিলিয়ন টাকায়, যা ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫৫৭২.১৭বিলিয়ন টাকা। *ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে রপ্তানি আয় হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিসূত্রে আর্থিক হিসাবে (financial account) ১৫৩৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে।*
- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৭.০৫ শতাংশ ও ১১.১০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০২৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৫.৯০ শতাংশ ও ৩.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৮৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১৪.৬০ শতাংশ ও ২৪.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- মার্চ'২৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১২২.৮০ টাকা, যা ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল ১২২.৩১ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৪১ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয়।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ মার্চ'২৬ শেষে দাঁড়ায় ৩৪০৩১.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৯৪১৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬)

নবগঠিত সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও ব্যাংকিং খাতের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মিলিত উদ্যোগে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা বৈদেশিক খাতে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়তা করেছে। যদিও বৈদেশিক খাতে স্থিতিশীলতা দৃশ্যমান, তথাপি সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ: মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, এবং ক্রমবর্ধমান NPL মোকাবেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান মুদ্রানীতিতে (জানুয়ারি-জুন, ২০২৬) সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২১.৬ শতাংশ ও ৮.৫ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮.৭১ শতাংশ। এছাড়া, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১৭৩১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২২৪৯৮.৮৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ২৩৩৫৫.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। M2 পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ২.৯৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট বৈদেশিক সম্পদ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ যথাক্রমে ১১.৫২ শতাংশ ও ২.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে M2 প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৪৩ শতাংশ, যা জুন'২৬ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩৭.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদও ১০.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় মার্চ'২৬ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (M2) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

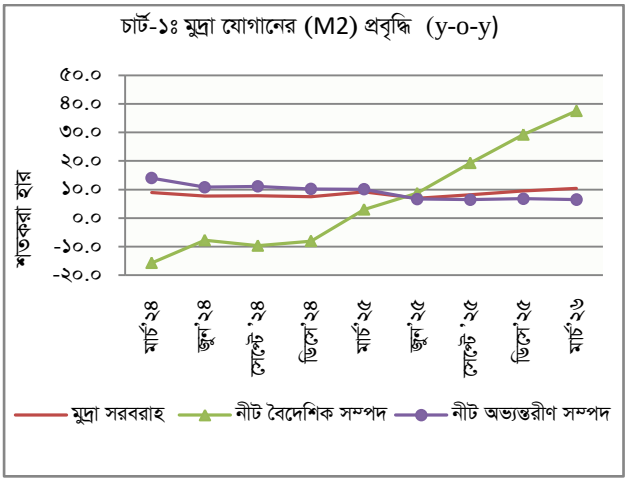

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৩৮৪৯.৬৮ বিলিয়ন টাকার থেকে ৩.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬৩৬.৪১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৮০ শতাংশ, যা জুন'২৬ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। (চার্ট-২)।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

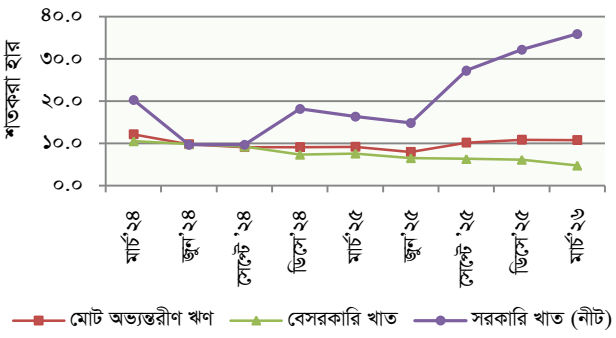

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০০৫.৪৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪.৭২ শতাংশ যা জুন'২৬ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।

অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণস্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ শেষে ৬১৭২.৩৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.১৪ শতাংশ। বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৩৫.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব আহরণ কাঙ্খিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৮০.২৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ৪.৩১ শতাংশ ও ৩.১২ শতাংশের তুলনায় বেশি।

বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ'২৬ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩৭.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা জুন'২৬ এর জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ২২.০ শতাংশের তুলনায় বেশি।

রিজার্ভ মুদ্রা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১০.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৩২.৭০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি মার্চ'২৬ শেষে ১০.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১২.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল (চার্ট-৩)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের অধিক প্রবৃদ্ধির সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

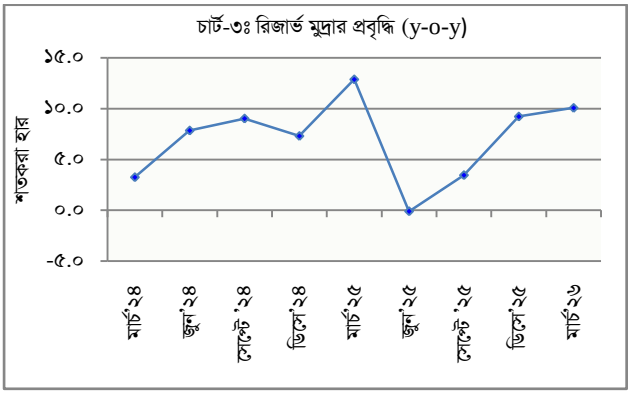

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ ১৩.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৮১.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল ৩৩২৯.৪৪ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদ (Excess Liquid Asset)-এর গতিধারা

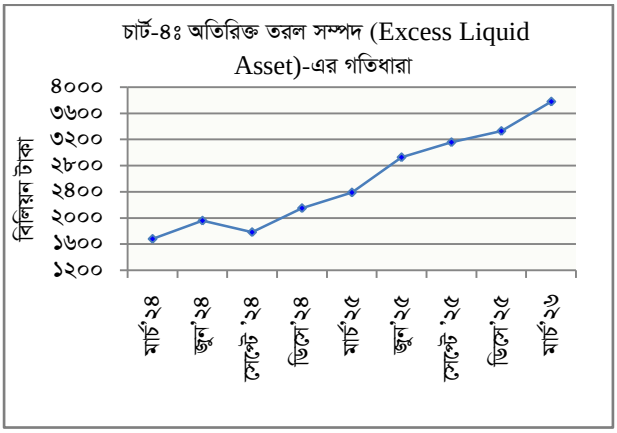

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) হ্রাসের পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই হ্রাস পেয়েছে (চার্ট-৫)। ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৬ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.২৪ ও ১১.৯৬ শতাংশ, যেখানে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৩৪ শতাংশ ও ১২.০৩ শতাংশ। আমানত বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তারল্য সহায়তার সূত্রে তারল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরনের দরূন আন্তঃব্যাংক সুদহার হ্রাসের ফলে ঋণের সুদহার হ্রাস পাচ্ছে।

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

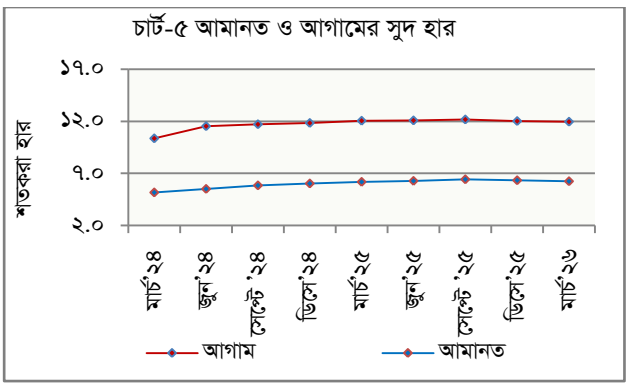

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮৮৭.০৪ বিলিয়ন টাকায়, যা ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫৫৭২.১৭ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৬)। ব্যাংক ব্যবস্থায় NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও NPL অনুপাতগতিধারা

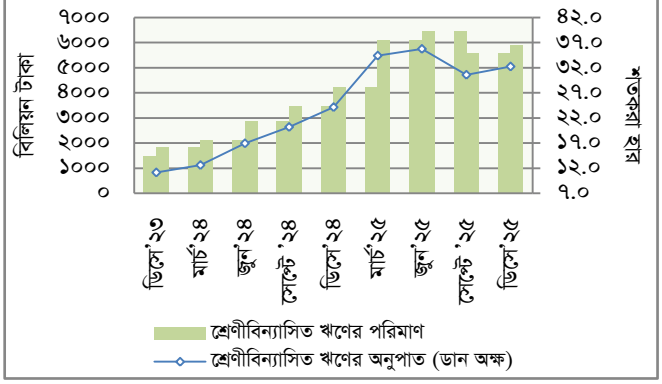

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৫ শেষের ৮.৪৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৬ শেষে ৮.৭১ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২)

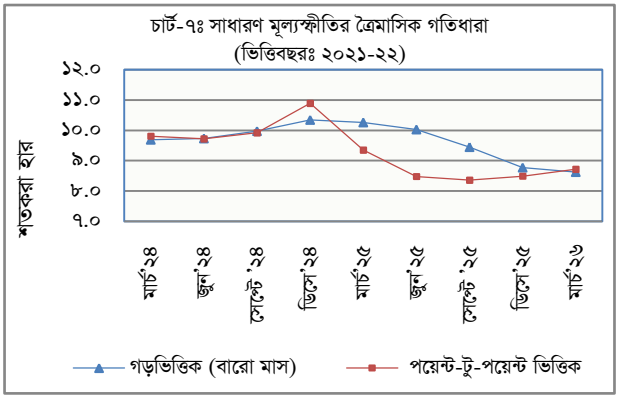

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যানব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ এবং ৭.৫০ শতাংশ ছিল।

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৯.২৫ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১১.০০ শতাংশ ছিল এবং মোট ২৩৮০.০৪ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ২৬.০৭ শতাংশ কম।

রেপো[১] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৪৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ২৫৯৫.৫৯ বিলিয়ন টাকার ২২১৭টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৫৬টি নিলামে ২৭৪১.৬২ বিলিয়ন টাকার ২৭২০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ২০টি নিলামে ৩৪৫.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৭৫টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[২]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এসডিএফ এর আওতায় মোট ৫৫টি নিলামের মাধ্যমে ২০৫১.৭০ বিলিয়ন টাকার ৩৮৯টি দরপত্র গৃহীত হয়।

[১]দৈনিক ভিত্তিক নিলামে অন্তর্ভুক্তঃওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)
[২]নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত ছিল

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলামের মাধ্যমে ৯৫০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৩০.১৩ বিলিয়ন টাকার ৮১৮৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৯৪২.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৫৮৬৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১৭টি নিলামের মাধ্যমে ৩১৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৭৬.৮৫ বিলিয়ন টাকার ১৮৬৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩৯০.০০ বিলিয়ন টাকার ১৯৩৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন টাকা পরিশোধিত হয়নি।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ এ সময়ে আইবিএলএফ এর মোট ৪৯টি নিলামের মাধ্যমে ৫১৫.৩০ বিলিয়ন টাকার ২১০টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে ০৫টি নিলামে ৫৪.৪০ বিলিয়ন টাকার ০৯টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয় নি।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৭.০৫ শতাংশ ও ১১.১০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০২৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৫.৯০ শতাংশ ও ৩.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৮৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১৪.৬০ শতাংশ ও ২৪.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে রপ্তানি আয় হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিসূত্রে আর্থিক হিসাবে (financial account) ১৫৩৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১৭৩১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২৪-২৫[স]	জানুয়ারি-মার্চ (Q_3) অর্থবছর ২০২৬[স]	অক্টোবর-ডিসেম্বর (Q_2) অর্থবছর ২০২৫[স]	জানুয়ারি-মার্চ (Q_3): অর্থবছর ২০২৫[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২০৩৯৯**	**-৭৬১৫**	**-৫৮৪১**	**-৫৬৮৩**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৩৯৬৫	১০২৫৯	১১০৩৭	১১৫৪০
আমদানি (f.o.b)	৬৪৩৬৪	১৭৮৭৪	১৬৮৭৮	১৭২২৩
সেবা	-৫৬৮২	-১৩৪২	-১৬১৯	-১৫০০
প্রাইমারি ইনকাম	-৫০৪৩	-১১১৫	-১১৫৩	-১৩২৩
সেকেন্ডারি ইনকাম	৩০৯৮৫	১০০৭৩	৮৮৪৬	৮১৪৬
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	৩০৩২৯	৯৯৪৩	৮৬৭৬	৮০০৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৩৯**	**২**	২৩৩	**-৩৫৯**
মূলধনী হিসাব	৩৭৬	১২০	**১১০**	৫০
আর্থিক হিসাব	৩৫৩৯	**১৫৩৮**	২৫৪	**৪৬**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৩৩৯৩**	**১৭৩১**	**১০৮৮**	**-৬৩২**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

মার্চ'২৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৩] হার দাঁড়ায় ১২২.৮০ টাকা, যা ডিসেম্বর'২৫ শেষে ছিল ১২২.৩১ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৪১ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে মার্কিন ডলার বিক্রয় করা হয়নি।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

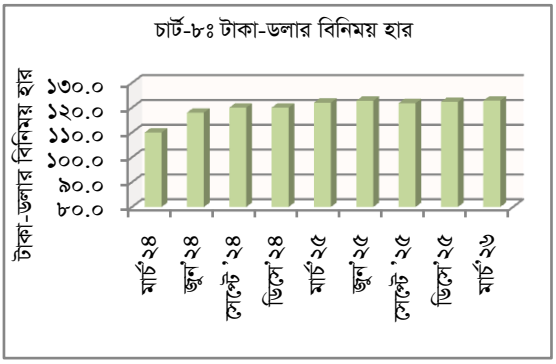

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) দাড়িয়েছে ১০২.২৩ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ০.২৬ শতাংশ ও ০.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বৈদেশিক দায় পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ মার্চ'২৬ শেষে দাঁড়ায় ৩৪০৩১.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৯৪১৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়[৪] মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

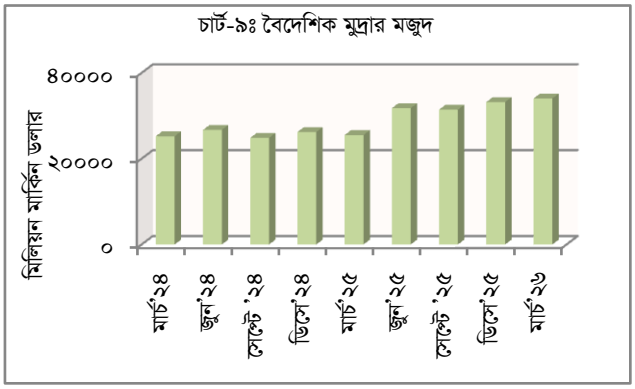

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ব্যাংকসমূহ রপ্তানিমুখী ও স্থানীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতে বিদ্যমান ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের স্থগিত হিসাবে রক্ষিত সুদ/মুনাফা ও অনারোপিত সুদ (ইসলামী শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মুনাফা) পৃথক ব্লকড হিসাবে স্থানান্তরকরত অবশিষ্ট স্থিতির উপর ৩% ডাউনপেমেন্ট আদায় সাপেক্ষে (পুনঃতফসিল আবেদনের সাথে ১.৫% ও কার্যকর পরবর্তী ০৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ১.৫%) ব্যাংক উক্ত ঋণ ২(দুই) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে বিশেষ পুনঃতফসিল করতে পারবে । (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, jan202026brpd-103.pdf)
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিষেবা এবং বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির ব্যবহারের প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংক,

[৩] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হতে সংগ্রহীত।
[৪] মাস ভিত্তিতে দ্রব্য আমদানি (cif)

ফিন্যান্স কোম্পানি, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রোভাইডার, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি), পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) এবং অন্যান্য পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য "Guidelines on Electronic Know-Your-Customer (e-KYC)" জারি করেছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১১ মার্চ ২০২৬, mar112026brpd-108.pdf)

- ট্রেজারি বন্ড জামানত হিসেবে রেখে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে: ক) ট্রেজারি বন্ডের বিপরীতে গ্রাহকদের ওভারড্রাফট/মেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করার পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক Financial Market Infrastructure (FMI) সিস্টেমে গ্রাহকদের ট্রেজারি বন্ডকে লিয়েন মার্ক করতে হবে; খ) বন্ডের অভিহিত মূল্যের (Face Value) সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে সুদারোপের কারণে ঋণের স্থিতি বন্ডের অভিহিত মূল্যকে কোনক্রমেই অতিক্রম করতে পারবে না; গ) ঋণের মেয়াদ কোনোভাবেই বন্ডের মেয়াদের বেশি হবে না; ঘ) বন্ড ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক কোনো ঋণ প্রদান করা যাবে না। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১১ মার্চ ২০২৬, mar112026brpd-107.pdf)
- মুদ্রানীতি কাঠামোর Interest Rate Corridor এর আওতায় আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার (Call Money Market) কার্যক্রম আরো গতিশীলকরণ এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত করার লক্ষ্যে নীতি সুদহার করিডোরের নিম্নসীমা- স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) শতকরা ৮.০০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৭.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, নীতি সুদহার করিডোরের ঊর্ধ্বসীমা-স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) বিদ্যমান শতকরা ১১.৫০ শতাংশ এবং ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ শতাংশ অপরিবর্তিত থাকবে।(বিস্তারিতঃ এমপিডি, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, feb092026mpd01.pdf)
- ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগের আওতায় রিটেইল ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান/মার্চেন্টসমূহের জন্য লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে Bangla QR অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ পিএসডি, ১৬ মার্চ ২০২৬, mar162026psd-102.pdf)
- MSME খাতে সহজশর্তে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে Financial Sector Fund for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (FSFDMSME) নামে ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।(বিস্তারিতঃ এসএমইএসপিডি, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, feb052026smespd03.pdf)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে কাঙ্খিত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখাসহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা: কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও আস্থা পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৬	২০২৫	২০২৫	২০২৫	২০২৪	২০২৪	ডিসেম্বর'২৫ এর তুলনায় মার্চ'২৬	সেপ্টেম্বর'২৫ এর তুলনায় ডিসেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৪ এর তুলনায় মার্চ'২৪	মার্চ'২৫ এর তুলনায় মার্চ'২৬	মার্চ'২৪ এর তুলনায় মার্চ'২৫
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬৮০.২৯	৩৩০০.১৪	৩১৬৩.৮২	২৬৭৫.২৯	২৫৫২.৭৬	২৫৯৪.৩৬	৩৮০.১৫	১৩৬.৩২	১২২.৫২	১০০৫.০০	৮০.৯৩
							(১১.৫২)	(৪.৩১)	(৪.৮০)	(৩৭.৫৭)	(৩.১২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৯৬৭৫.৬৯	১৯১৯৮.৭১	১৮৭৩৫.৯৬	১৮৪৭৫.৬৩	১৭৯৮৪.০৬	১৬৭৭৮.০৬	৪৭৬.৯৯	৪৬২.৭৫	৪৯১.৫৮	১২০০.০৬	১৬৯৭.৫৭
							(২.৪৮)	(২.৪৭)	(২.৭৩)	(৬.৫০)	(১০.১২)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৪৬৩৬.৪১	২৩৮৪৯.৬৮	২৩২১১.৬৬	২২২৩৫.৩৪	২১৫১১.৭৪	২০৩৬৪.৪৯	৭৮৬.৭৩	৬৩৮.০২	৭২৩.৬০	২৪০১.০৭	১৮৭০.৮৫
							(৩.৩০)	(২.৭৫)	(৩.৩৬)	(১০.৮০)	(৯.১৯)
i) সরকারি খাত (নীট)	৬১৭২.৩৩	৫৪৯৩.২৬	৫১৭৫.৬০	৪৫৪১.৮৮	৪১৫৫.৭৩	৩৯০৪.০১	৬৭৯.০৭	৩১৭.৬৬	৩৮৬.১৫	১৬৩০.৪৫	৬৩৭.৮৭
							(১২.৩৬)	(৬.১৪)	(৯.২৯)	(৩৫.৯০)	(১৬.৩৪)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৫৮.৬৫	৪৭৬.১৮	৪৭৫.১৭	৫০০.১৯	৫০৩.৩০	৪৭৫.১৮	-১৭.৫৩	১.০১	-৩.১১	-৪১.৫৪	২৫.০২
							-(৩.৬৮)	(০.২১)	-(০.৬২)	-(৮.৩১)	(৫.২৬)
iii) বেসরকারি খাত	১৮০০৫.৪৪	১৭৮৮০.২৪	১৭৫৬০.৮৯	১৭১৯৩.২৭	১৬৮৫২.৭১	১৫৯৮৫.৩০	১২৫.১৯	৩১৯.৩৫	৩৪০.৫৬	৮১২.১৭	১২০৭.৯৭
							(০.৭০)	(১.৮২)	(২.০২)	(৪.৭২)	(৭.৫৬)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪৯৬০.৭২	-৪৬৫০.৯৭	-৪৪৭৫.৭১	-৩৭৫৯.৭১	-৩৫২৭.৬৯	-৩৫৮৬.৪৩	-৩০৯.৭৪	-১৭৫.২৭	-২৩২.০২	-১২০১.০১	-১৭৩.২৮
							-(৬.৬৬)	-(৩.৯২)	-(৬.৫৮)	-(৩১.৯৪)	-(৪.৮৩)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	২৩৩৫৫.৯৮	২২৪৯৮.৮৫	২১৮৯৯.৭৮	২১১৫০.৯২	২০৫৩৬.৮২	১৯৩৭২.৪২	৮৫৭.১৩	৫৯৯.০৭	৬১৪.১০	২২০৫.০৬	১৭৭৮.৫০
							(৩.৮১)	(২.৭৪)	(২.৯৯)	(১০.৪৩)	(৯.১৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৫১৮৮.৪০	৪৮৬৬.৭১	৪৭০৮.৯৭	৪৮৯৫.৩২	৪৭৪৯.২০	৪৫৫৩.৭৫	৩২১.৭০	১৫৭.৭৪	১৪৬.১৩	২৯৩.০৮	৩৪১.৫৭
							(৬.৬১)	(৩.৩৫)	(৩.০৮)	(৫.৯৯)	(৭.৫০)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	৩০৩০.১৯	২৭৫৩.৪৩	২৭৪৭.২৪	২৯৬৪.৩২	২৭৬৩.৭২	২৬১১.৯৫	২৭৬.৭৫	৬.১৯	২০০.৬০	৬৫.৮৭	৩৫২.৩৬
							(১০.০৫)	(০.২৩)	(৭.২৬)	(২.২২)	(১৩.৪৯)
ii) তলবি আমানত	২১৫৮.২১	২১১৩.২৭	১৯৬১.৭২	১৯৩১.০১	১৯৮৫.৪৮	১৯৪১.৮০	৪৪.৯৪	১৫১.৫৫	-৫৪.৪৭	২২৭.২১	-১০.৭৯
							(২.১৩)	(৭.৭৩)	-(২.৭৪)	(১১.৭৭)	-(০.৫৬)
খ) মেয়াদি আমানত	১৮১৬৭.৫৮	১৭৬৩২.১৪	১৭১৯০.৮১	১৬২৫৫.৬০	১৫৭৮৭.৬২	১৪৮১৮.৬৭	৫৩৫.৪৪	৪৪১.৩৩	৪৬৭.৯৮	১৯১১.৯৮	১৪৩৬.৯৩
							(৩.০৪)	(২.৫৭)	(২.৯৬)	(১১.৭৬)	(৯.৭০)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৪৪৩২.৭০	৩৯৯৫.০০	৩৮৮১.৯৬	৪০২৭.৩৪	৩৯৯৪.৯৯৭	৩৫৬৭.৮৯	৪৩৭.৭০	১১৩.০৩	৩২.৩৪	৪০৫.৩৬	৪৫৯.৪৪
							(১০.৯৬)	(২.৯১)	(০.৮১)	(১০.০৭)	(১২.৮৮)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬৮০.২৯	২৫৫২.৭৬	৩১৬৩.৮২	২৬৭৫.২৯	২৫৫২.৭৬	২৫৯৪.৩৬	১১২৭.৫২	-৬১১.০৬	১২২.৫২	১০০৫.০০	৮০.৯৩
							(৪৪.১৭)	-(১৯.৩১)	(৪.৮০)	(৩৭.৫৭)	(৩.১২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৯৬৭৫.৬৯	১৭৯৮৪.০৬	১৮৭৩৫.৯৬	১৮৪৭৫.৬৩	১৭৯৮৪.০৬	১৬৭৭৮.০৬	১৬৯১.৬৪	-৭৫১.৯০	৪৯১.৫৮	১২০০.০৬	১৬৯৭.৫৭
							(৯.৪১)	-(৪.০১)	(২.৭৩)	(৬.৫০)	(১০.১২)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	১০৯২.৮৬	৯৪৯.৭৭	৮০৬.৮৪	১০০১.২৫	৮৯৯.৭৪	১২৭৮.১০	১৪৩.০৯	১৪২.৯২	১০১.৫১	৯১.৬১	-২৭৬.৮৫
							(১৫.০৭)	(১৭.৭১)	(১১.২৮)	(৯.১৫)	-(২১.৬৬)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ডঃ)	৩৪০৩১.৪২	৩৩১৮৭.৯০	৩১৪২৬.৮১	২৫৫১২.০০	২৬২১৪.৮০	২৫২৩১.৭০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)[#]	৩৭৮১.৩৫	৩৩২৯.৪৪	৩১৫৯.৪৬	২৩৮৮.৪৬	২১৫০.০২	১৬৭৭.০৯					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	৫৮৮৭.০৪	৫৫৭২.১৭	৬৪৪৫.১৫	৪২০৩.৩৫	৩৪৫৭.৬৫	১৮২২.৯৫					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৩২.২৬	৩০.৬০	৩৫.৭৩	২৪.১৩	২০.২০	১১.১১					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২২.৮০	১২২.৩১	১২১.৮০	১২২.০০	১২০.০০	১১০.০০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০১.৯৬	১০৪.৪৯	৯৮.৬২	১০১.৮৬	১০০.০৯	১০২.৪২					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)[©]	৮.৬২	৮.৭৭	৯.৪৫	১০.২৬	১০.৩৪	৯.৬৯					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

[#]= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; [©]= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।